সংবাদ

তারিখ 21 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে প্রকল্প ব্যয় হবে ২৯০ কোটি টাকা

৮ হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা

কাশেম ছমায়ুন ।। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার ইউনিসেফ বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রামের (১৯৯৬-২০০১)-এর আওতায় ২৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগ এই প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৮ হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে, মোট ৫টি লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে অবকাঠামোগত দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান বৃদ্ধি, ২০০০ সাল নাগাদ ছাত্রছাত্রী নিট ভর্তির হার ৯৫ শতাংশ এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্তির হার ৭০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ। প্রকল্পটির বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রকল্প সারপত্রে (পিসিপি) উল্লেখ করেছে যে, ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার নিজস্ব সম্পদ ও বৈদেশিক সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা সাব- প্রকল্প ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

প্রকল্প ঃ ২৯০ কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেক্টরের বহু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের জন্য দেশের সর্বত্র ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতার মৌলিক লক্ষ্য সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা যায়নি। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও অর্থবহ অংশগ্রহণ আবশ্যক। শিক্ষক, জনগণ এবং ব্যবস্থাপক ঐক্যবদ্ধভাবে গুণগতমান উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করলে সেই প্রয়াস অবশ্যই সফল হবে। এই লক্ষ্যে ইউনিসেফ বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রামের (১৯৯৬-২০০১) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (নিবিড় জেলা পদ্ধতি) গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান সব কার্যক্রমে ইউনিসেফ অর্থ প্রদান করবে। বাংলাদেশ সরকার জনবল, যানবাহন, জ্বালানি, সিডি ভ্যাট ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি সার্বিক ও যুগপৎভাবে মনিটরিং ও মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতের তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য ৪৮১টি থানা রিসোর্স সেন্টার, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলোকে মোট ৫৬৪টি কম্পিউটার প্রদান করা হবে। ২৪০টি রিসোর্স সেন্টারের জন্য ২৪০টি কম্পিউটার, ২৪০টি ফটোকপিয়ার এবং ২৪০টি ওভার হেড প্রজেক্টর নোরাডের সহায়তায় পাওয়া যাবে। বাকি ২৪১টি রিসোর্স সেন্টারের জন্য কম্পিউটার, ফটোকপিযার এবং ওভারহেড প্রজেক্টর ইউনিসেফের সহায়তায় পাওয়া যাবে।

২০০০ সালের মধ্যে ৯৫ ভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়াসে বর্তমানে ৭ হাজার ৭১০টি সরকারি এবং ১৯ হাজার ৬৮৪টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যথেষ্ট নয়। প্রকল্পটিতে বর্ধিত ভর্তিকৃত শিশুকে ভৌত সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ৮ হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ইউনিট ৮ হাজার বিদ্যালয় স্থাপন করবে। এসব বিদ্যালয় ভাড়া বাড়িতে স্থাপন করা হবে। এসব বিদ্যালয়ে স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে। শিক্ষিকাদের মাসিক '৫শ' টাকা হারে সম্মানীভাতা প্রদান করা হবে।